R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৪৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১০ সাল।
২৩শে এপ্রিল, ২০০৩ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

সাগরদীঘির সম্পূর্ণ এলাকা সেচসেবিত নয়, তাই জমির খাজনা আদায় ঠিকভাবে হোক—বিধানসভায় বিধায়কের জোরালো বক্তব্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের যে সব এলাকা অসেচ এলাকা বলে চিহ্নিত ছিল সে সব এলাকাকেও সরকার থেকে সেচ এলাকা ঘোষণা করে জমির খাজনা আদায় শুরু হয়েছে। এতে অসেচ এলাকার মানুষ স্বাভাবিকভাবে ক্ষুব্ধ। অনেক ক্ষুদ্র চাষীর বক্তব্য, মোঘল আমলের জিজিয়া কর আদায়ের মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার ফাঁকা কোষাগার ভরাতে এই ধরনের কারবার শুরু করেছেন। অনেকে সরকারের এই জুলুম-বাজীর প্রতিবাদে খাজনা দেয়া বন্ধ রেখেছেন। মনিগ্রাম অঞ্চলের এক খেটে খাওয়া মানুষ আমাদের সংবাদদাতাকে জানান—মনিগ্রাম, বড়গড়া, বংশীয়া, খেরুর, ভূমিহর ইত্যাদি মৌজায় সেচের কোন ব্যবস্থা নেই। চিরদিনই এটা অসেচ এলাকা। তিনি আরো জানান—প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের কাছ থেকে সেচকরের সঙ্গে পুর্ত কর, শিক্ষা করও আদায় করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগে সরকার থেকে ক্ষুদ্র চাষীদের (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুরো গিরিয়া অঞ্চল ও সেকেন্দরার বেশ কিছু আসনে কংগ্রেসীরা প্রার্থী দিতে পারলো না

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গিরিয়া অঞ্চলের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ২টি পঞ্চায়েত সমিতি কোনটিতেই কংগ্রেস এবার প্রার্থী দিতে পারলো না। অন্যদিকে খবর নমিনেশন পেপার জমা দেবার শেষ দিন ১৬ এপ্রিল গিরিয়া অঞ্চলের বেশ কিছু লোক বিডিও অফিসে নমিনেশন পেপার জমা দিতে এসে সি পি এম সমর্থকদের কাছে বাধা পান। অফিস চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা কংগ্রেস প্রার্থীদের প্রকাশ্যে তারা প্রাণনাশের হুমকীও দেয়। বিডিও এবং কর্তব্যরত পুলিশ সব কিছু দেখেও নীরব থাকেন। এইভাবে তিনটে বেজে গেলে ঘন্টা বাজিয়ে বিডিও সরকারী নির্দেশ মতো নমিনেশন পেশার জমা নেয়া বন্ধ করে দেন বলে খবর। পাশের অঞ্চল সেকেন্দরাতেও ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১টি পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেস প্রার্থী দিতে ব্যর্থ হয়। প্রসঙ্গত জানা যায়, গিরিয়া অঞ্চলে ক্ষমতার পালা বদলে '৯৯-এর বন্যার পর সি পি এম পরিচালিত অঞ্চলে কংগ্রেস থেকে সি পি এম প্রধান দিলীপ দাসের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হয়। কংগ্রেসের দাপটে সি পি এমের ২ জন কংগ্রেসে যোগ দেন। বেশ কিছু সি পি এম সমর্থিত পরিবার সে সময় গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। অনেকে সি পি এম মাতব্বরদের কথা মতো কংগ্রেসের কাছে নতি স্বীকার করে গ্রামে (শেষ পৃষ্ঠায়)

হোটেল থেকে ৬ জন বাংলাদেশীসহ ৮ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত 'নিবেদিতা লজ' থেকে গত ১৯ এপ্রিল সকালের দিকে পুলিশ ৬ জন বাংলাদেশী ও শিলিগুড়ির একজনকে গ্রেপ্তার করে। তার সাথে লজের মালিক দফরপুর গ্রামের বারিক সেখও গ্রেপ্তার হয়। ধৃত বাংলাদেশীরা এখান থেকে বস্ত্র সামগ্রী কিনে বাংলাদেশে পাচার করে বলে নাকি পুলিশকে জানায়। অন্যদিকে খবর, জাল নোটের একটা চক্র বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত এলাকা দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রবেশ করে বিশেষ করে ৫০০ টাকার নকল নোট ব্যাপক-ভাবে বাজারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই সব দেশদ্রোহীদের আশ্রয়দাতা লজ মালিক বারিক সেখকে পুলিশ ঐ দিন রাতেই ছেড়ে দেয়। এই নিয়ে শহরে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আবার হাসপাতাল থেকে কয়েদী উধাও

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৬ এপ্রিল সকালের দিকে আবার জঙ্গিপুর হাসপাতাল থেকে এক ডাকাতির আসামী ডিউটিরত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল। জানা যায়, মালদা থেকে ডাকাতির অভিযোগে ধৃত আসামী হারু সাহা ওরফে রাজেশ সাহা ঐ দিন সকালে জঙ্গিপুর হাসপাতালের বাথরুম থেকে বার হয়ে ওয়ার্ডে আসার সময় অপারেশন থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক দঙ্গল মানুষের ভিড়ে ঢুকে গিয়ে কখন বেপাত্তা হয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কনেষ্টবল টেরই পায়নি। দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে কনেষ্টবলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এর আগে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী '০৩ সাগরদীঘির এক (শেষ পৃষ্ঠায়)

পারিবারিক অশান্তিতে জঙ্গিপুর হাসপাতালের ডাক্তারের আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর হাসপাতালের এ্যানাসথেসিষ্ট ডাঃ কনক দাসের গত ১৭ এপ্রিল অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। কোয়ার্টারের বাইরের ঘরে চেম্বারে চেয়ারে বসে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে ওষুধ প্রয়োগ করে তিনি মারা যান বলে খবর। মাস পাঁচ/ছয় আগে ডাঃ দাস এখানে জেনারেল ফিজিসিয়ান হিসাবে যোগ দেন। স্ত্রী ও আড়াই বছরের এক পুত্রকে নিয়ে তিনি হাসপাতাল কোয়ার্টারে থাকতেন। আরো জানা যায়, তিনি নিজে হাঁপানিতে ভুগতেন, উপরন্তু ছেলের অসুস্থতা নিয়ে প্রায় স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি লেগে থাকতো। মৃত্যুর আগের দিন রাতেও পারিবারিক অশান্তিতে তিনি খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই বৈশাখ বুধবার, ১৪১০ সাল।

যৌথ পরিবারের অন্তর্জলি

নীড় রচনার স্বপ্ন শুধু পাখিরই নয়, সে স্বপ্ন মনুষ্যকুলের চোখেও। সে নীড় তাহার সাধের স্বপ্ন দিয়া গড়িয়া তোলা 'হোম, সুইট হোম'। তাহা আবহমান-কালের স্বপ্ন এবং সাধ। বিশেষ করিয়া বাঙালীর কাঙ্ক্ষিত সাধ এবং আশা হইল একটুকু বাসা, একখানি নীড়। স্বপ্ন নীড়। স্বপ্ন দেখিতে কে না ভালোবাসে? বাঙালীর তো কথাই নাই। জীবন-জীবিকার জন্য বিদেশ বিভুঁই যাইলেও নীড়ের টান তাহাদের রক্তে ধমনীতে। কয়েক দিন আগে একটি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন—তাহাতে গত দশ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির তথ্য যেমন রহিয়াছে তেমনি সেই পরিসংখ্যানে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বসত বাড়ির তথ্যও দেখান হইয়াছে। শহরাঞ্চলে শুধু নয় গ্রামাঞ্চলেও বসত বাড়ি নির্মাণের প্রবণতা ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার বৃদ্ধির হার নাকি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশী। সমীক্ষায় বলা হইয়াছে—গত ১০ বছরে এ রাজ্যের জনসংখ্যা বাড়িয়া হইয়াছে আট কোটি দুই লক্ষ। আর বসত বাড়ির সংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দুই কোটি এক লক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বসত বাড়ি নির্মাণ শুধুমাত্র শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়—বাংলার গ্রামাঞ্চলেও তাহার ক্রমবর্দ্ধমান গতি। এই চিত্র সুখদ সন্দেহ নাই। এ রাজ্যের মানুষের লালিত সাধ—একখানি বাসা, তাহা বাস্তবায়িত হইয়া চলিয়াছে। এমন এক সময় ছিল যখন পল্লি প্রধান এ রাজ্যের মানুষ—(শুধু রাজ্য কেন—সমগ্র ভারতবর্ষেরও) জীবন-জীবিকার আকর্ষণে শহরে নগরে আসিয়াছে। কৃষি ছাড়িয়া শহরের শিল্পাঞ্চলে আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। গফুরের মত ভাগ চাষীদেরকেও প্রকৃতির প্রতিকূলতা এবং সামন্ততান্ত্রিক শাসন শোষন নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষার তাগিদে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়ের হাত ধরিয়া শহরের কলকারখানার বস্তিতে আসিতে হইয়াছে—শুধু জীবন ও জীবিকার জন্যই। ইদানিং গ্রামের সম্পন্ন মানুষও ছাড়িয়া আসিতেছেন গ্রাম। তাহার কারণ—গ্রাম্য নেতাদের দলবাজি, কোন্দল প্রায় নিত্য দিনের ঘটনা। পল্লি সমাজ বলিয়া একটা কথা আছে বহুকাল হইতে। আর সে সমাজ বিবদমান। এই কথা নূতন নহে। সাম্প্রতিক কালে তাহা নূতন মাত্রা পাইয়াছে, ফলে শহরের মত গ্রামের মানুষের মধ্যেও দেখা দিয়াছে পারিবারিক ভাঙন। এক সময় গ্রামের গর্ব ছিল—যৌথ পরিবার। যেখানে অসহায় আতুর অনাথ পরিজনেরা আশ্রয় পাইতো। আজ সে সুযোগ প্রায় অন্তর্হিত। শিল্প বাণিজ্য চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শহরের মানুষের মধ্যে আর্থিক স্বচ্ছলতা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে তেমনি যৌথ পরিবারগুলি ভাঙিতে শুরু করিয়াছে। স্বার্থপরতা ইহার অন্যতম কারণ কিনা বলিতে পারিনা, অন্য কারণও থাকিলেও থাকিতে পারে।

গ্রামেও তাহার স্পর্শ লাগিয়াছে। গ্রামের যৌথ পরিবারেও ভাঙনের টান ধরিয়াছে। ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে—একটি আশাব্যঞ্জক অপরটির মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে হতাশা। আশার দিকটি হইল—গ্রামের বসবাসকারী পরিবারগুলির সদস্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসিয়াছে বেশীর ভাগ অংশেই। ইহা নিঃসন্দেহে আর্থ-সামাজিক উন্নতির আশাপ্রদ এবং কাঙ্খিত ছবি। অবশ্য ইহাও স্বীকার করিতে হইবে—এখনও অনেক মানুষ গ্রামে আছেন যাহারা দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করেন। অন্য চিত্র হইল যৌথ পরিবারের ভাঙন। পরিবারের স্বনির্ভর সদস্যেরা তাহাদের যৌথ পারিবারিক বলয় হইতে সরিয়া আসিয়া বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত আপন আপন ছোট ছোট পরিবার গঠন করিয়া চলিয়াছে। জয়েন্ট ফ্যামেলী ভাঙিয়া হইয়াছে নিউক্লিয়াস ফ্যামিলি। তাহার ফলে মাথা গুজিবার ঠাঁইও বাড়িয়া চলিয়াছে সমহারে। পরিসংখ্যান হইতে জানা যায়—শহরাঞ্চলে একটি পরিবারের লোকজনদের বসবাসের জন্য গৃহের সংখ্যা ছিল ৭৫.৫৫ শতাংশ আর তাহার পাশে গ্রামাঞ্চলেও বসত বাড়ি সংখ্যা পাল্লা দিয়া বাড়িয়াছে ৭১.৪৭ শতাংশ। রাজ্যের সর্বত্রই কিন্তু এক চেহেরা নহে। কয়েকটি জেলায় যেমন কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ছোট ছোট পরিবারের বসত বাড়ি বৃদ্ধির প্রবণতা বেশি বলিয়া সংবাদে প্রকাশিত।

২০০১ সালের বসত বাড়ির পরি-সংখ্যান সমীক্ষায় স্পষ্টতই লক্ষণীয় বিষয় হইল—যৌথ পরিবারের ছোট ছোট পরিবারে ভাঙিয়া চলার প্রবণতা। কক্ষচ্যুত গ্রহ হইতেছে এক একটা স্বতন্ত্র একক দ্বীপ খন্ড। যৌথ পরিবার প্রথায় অনেক সুবিধা ছিল—যেমন, তেমনি কিছু কিছু অসু-বিধাও হয়তো ছিল। তবে এখনকার মত স্বার্থবৃত্তের ১০×১০ সীমানার মধ্যে গন্ডিবদ্ধ ছোট ছোট পরিবারের একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা ছিল না। ইহার ভাল-মন্দ বিচারের ভার অবশ্য কাহারও হাতে নাই, নাই ভুবনেরও ভার। সে ভার আছে সময়ের হাতে। বহমান সময় তাহার একমাত্র জবাব দিতে পারে।

॥ সফদার ॥

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

সফদার আজ আর নাম নয়,
চেতনার এক নাম সফদার
মেহনতী মানুষের সঙ্গী,
নির্ভীক বিমূর্ত প্রতিবাদ।
জাগা আর জাগানোর হাতিয়ার।
সফদার আজ আর নাম নয়
চেতনার এক নাম সফদার ॥
শোষিতের জীবনের দিশারী
শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম
খাপ খোলা উদ্যত তলোয়ার।
সফদার আজ আর নাম নয়
চেতনার এক নাম সফদার ॥

সাবিয়ারা অপহরণ ধরপাকড় চলছেই, ১ জনের থানায় আত্মসমর্পণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার সম্মতিনগরের গৃহবধূ সাবিয়ারার (২০) অপহরণের পর তাঁর বাবা কুদ্দুস সেখের অভিযোগক্রমে পুলিশি ধরপাকড় চলছেই। উল্লেখ্য গত ১৯ মার্চ সাবিয়ারা সম্মতি-নগরের একটি দোকান থেকে উধাও হন। কুদ্দুস সেখ থানায় অভিযোগ করেন তাঁর মেয়ে সাবিয়ারা সম্মতিনগরের একটি চুরির দোকান থেকে অপহৃত হয়েছে। পুলিশ এরপর সম্মতিনগর থেকে বিড়ি ব্যবসায়ী নারায়ণ সরকার ও অলোক সরকারকে গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্ত উত্তম প্রামাণিককে পুলিশ ধরতে না পারলেও তিনি কিছুদিন পর থানায় আত্মসমর্পণ করেন। আরও কয়েক-জনের খোঁজে পুলিশ গত ৮ এপ্রিল সম্মতি-নগরে গিয়ে কাউকে না পেয়ে অভিযুক্তদের বাড়ীতে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ৯ এপ্রিল সকালে পুনরায় পুলিশ এলাকায় গিয়ে গৌতম সরকার ও সুকুমার সরকারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। ঐ দিন বিকেলে এলাকার মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে থানায় জড়ো হয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে পুলিশ সুকুমারের মা নমিতা সরকারকেও গ্রেপ্তার করে। অভিযুক্তদের মধ্যে পিন্টু শীল সমেত কয়েক-জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীও আছেন। শেষ খবরে জানা যায়, সাবিয়ারাকে নাকি উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতে পাওয়া গেছে।

বাবা সাহেব আম্বেদকারের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম রূপকার ও দলিত মুক্তি আন্দোলনের অমর সেনানায়ক ডঃ বি, আর আম্বেদকারের ১১২ তম জন্মদিন পালিত হল রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের শ্রীকান্তবাটীতে মুর্শিদাবাদ ডিপ্রেসড্ ক্লাস লীগের দপ্তরে গত ১৪ এপ্রিল। আম্বেদকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর জীবনী ও রাষ্ট্রভাবনা নিয়ে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা তপসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেদের সামনে বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুকরানা মন্ডল, কেতকীকুমার পাল, কাজি আমিনুল ইসলাম, সুবোধ মন্ডল ও অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত।

ঐ দিন জঙ্গিপুর রেল কর্মীদের এস সি / এস টি ইউনিয়নের উদ্যোগেও পৃথক এক অনুষ্ঠান হয় রেল ষ্টেশন সংলগ্ন অফিসে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দলিত আন্দোলনের প্রবীণ নেতা নরেন দাস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন চাঁই উন্নয়ন সমিতির নেতা ভরতচন্দ্র মন্ডল প্রমুখ।

সুতী-১ চক্রের প্রাক প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ মার্চ সাদিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, ২৬ মার্চ সুতী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অফিস এবং ২৭ মার্চ বহুতালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে অঙ্গনওয়ারী ও সহায়িকা কর্মীদের নিয়ে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা শিবির হয়। এই শিবিরে সুতি-১ এর সি ডি পি ও, সুতি-১ এর অবর বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী অফিসার অনুপ মন্ডল এবং মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের আনিসুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। অঙ্গনওয়ারী সহায়িকারা অঙ্গভঙ্গি, নাচগান, ছড়ার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদানের বিষয় পর্যালোচনা করেন।

বাড়ালা হাই স্কুলের নৈশ প্রহরী সমাজবিরোধীদের হাতে গুরুতর জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের বাড়ালা হাই স্কুলের নৈশ প্রহরী জয়নাল সেখ গত ৩ এপ্রিল গভীর রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতীর হাতে সাংঘাতিকভাবে জখম হন। রক্তাক্ত জয়নালকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তার শরীরে বহু সেলাই পড়ে। জানা যায় দুষ্কৃতীরা কোলাপসিবল গেটের তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। জয়নালের কথা মতো ঐ গ্রামেরই এক ভদ্র সন্তানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অবসর নেবার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে জয়নাল নৈশ প্রহরীর দায়িত্ব পালন করছিলেন—এটাই নাকি তাঁর অপরাধ বলে জানা যায়।

৫০০ টাকার জাল নোট

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ৫০০ টাকার জাল নোট জঙ্গিপুর শহরের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। জাল টাকার আতঙ্কে সাধারণ মানুষেরা বিব্রত। একটি চক্র সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে জাল নোটের কারবার করছে বলে খবর। স্থানীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বেশ কিছু জাল নোট পুড়িয়েও ফেলা হয়েছে বলে জানা যায়।

ভারত স্কাউটস্ এণ্ড গাইডস্ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি জেলা স্কাউটস্ এন্ড গাইডস্-এর কাউন্সিল সভা রঘুনাথগঞ্জে হয়ে গেল। সভায় আগামী বছরের মধ্যে জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ে খেলাধুলা, অঙ্কন, ব্রতচারী প্রতিযোগিতা গড়ে তোলা; বিদ্যালয়গুলোতে সদস্য করা সম্পর্কে আলোচনায় বক্তব্য রাখেন জেলা কমিশনার অজিত মন্ডল, সভাপতি বিজয় মুখার্জী, সম্পাদক রাণা সেখ, সুবীর ভৌমিক প্রমুখ।

সরকার নিয়ন্ত্রণে শিক্ষকদের ভূমিকা

হরিলাল দাস

Oust this government—এই সরকারকে উৎখাত কর—সেকালে, ফ্রন্টযুগ আগমনের আগে, এই ডাক দিয়েছিলেন নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি। সমিতি ঘোষণা করেছিলেন শিক্ষা বিরোধী, জনবিরোধী সেই সরকার। যদিও তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন—সদিচ্ছা থাকলেও টাকার অভাবে কিছু করা যাচ্ছে না। সে সরকারের পতন এবং এ সরকারের উত্থানেতিহাসে শিক্ষক সমাজের ভূমিকা ছিল সক্রিয় বলিষ্ঠ।

এখন ছাব্বিশ বছরের নওযোয়ান বামপন্থী সরকার শিক্ষকদের কী মূল্যায়ন করছেন? ফাঁকিবাজ। শিক্ষালয়ে পড়ান না, প্রাইভেট ট্যুইশন তাঁদের ব্রত। আইন করে সেই অনাচার বন্ধ করার ধমকি মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতিতে শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব সংখ্যা লঘু করেছেন। প্রকাশ্য সভায় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় বেতন-বৃদ্ধি ও কাজে ফাঁকি দেবার কথা তুলছেন। সি পি এম জারি করেছেন শিক্ষকরা হয় শিক্ষকতা, নয়া পঞ্চায়েৎ-র কাজ করুন। ভাবখানা এমন যে বন্ধু হলেও পার্টি কাউকে রেয়াত করেন না। ভোটের আগে চমৎকার প্রচার।

শিক্ষকরা সহ্য করছেন নীরবে। তাঁরা জানেন—মুখে করে আস্ফালন, তাঁরা জানেন ভীরুতা আপনার মনে মনে। অথবা সেদিনের শিক্ষক আর নেই এখন বশংবদ প্রসাদজীবী হয়ে গেছেন। না হলে, ব্যয় সংকোচের বাহানায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের উপরেই প্রথম কোপ নামল কেন? কেন তাঁদের অবসরকালীন প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা হচ্ছে—মাসের পাওনা বেতন কবে পাওয়া যাবে তা অনির্দিষ্ট। ফাঁকিবাজ শিক্ষকদের সহবৎ শেখাচ্ছেন বন্ধু সরকার। যেন অন্য সব সরকারি বিভাগ ঠিকঠাক চলছে। কিম্বা তাঁদের সম্বন্ধে এ সব জারিজুরি করতে গেলে সংগঠিতভাবে সরকারকে ধাক্কা দেবার আশংকা, যা সামলাতে পারবেন না।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবস্থা জমে উঠছে তার সমাধান করে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য দিন সমাগত। শিক্ষক সমাজ অবহিত হউন।

আফিডেবিট

আমি নজরুল সেখ, পিতা সেকান্দার সেখ, গ্রাম কাঁকুড়িয়া (নতুন বস্তি), পোঃ ঘোড়শালা, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। আমার নামে নজরুল সেখ, কোথাও নজরুল ইসলাম আবার কোথাও নজরুল ইসলাম সেখ উল্লেখ আছে। নজরুল সেখ, নজরুল ইসলাম এবং নজরুল ইসলাম সেখ একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ২৭ মার্চ, '০৩ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

জঙ্গিপুর হাসপাতালে ডাক্তাররা বাদে বদলি তালিকায় যাদের নাম আছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর হাসপাতালে সম্প্রতি যে বদলির তালিকা এসেছে তাতে নাম আছে—বিজয় মুখার্জী (এক্সরে টেকনিসিয়ান), সুনীল গাঙ্গুলী (এম টি ল্যাব), নিখিলেশ রায় (ওয়ার্ড মাষ্টার), গৌরাঙ্গচন্দ্র দাস (ফার্মাসিষ্ট), শুভাশিস সিনহা (ফার্মাসিষ্ট), নবকুমার মন্ডল (হেলথ ইন্সপেক্টর ফ্যামিলি প্ল্যানিং), মোয়াজ্জেম হোসেন (হেলথ এ্যাসিঃ), কৌশিক সহানা (লেপ্রসি হেলথ এ্যাসিঃ), সুকুমার রায় (অপথ্যালমোলজিষ্ট)। এছাড়া পাঁচজন জি ডি এ এবং তিনজন সুইপার। দু' জন ডাক্তার বদলির জন্য পা বাড়িয়েই আছেন—এরা হলেন অর্থপেডিক সার্জেন ডাঃ বিজয় ভট্টাচার্য্য ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ কল্যাণ মিশ্র।

বিধায়কের জোরালো বক্তব্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জমির খাজনা মকুবের কথা ঘোষণা করা হয়। এবং সে মতো সরকার নির্দ্ধারিত আবেদনপত্র অফিসে জমা পড়ে। দীর্ঘ কয়েক বছর চলে যাবার পর হালে গ্রামে গ্রামে মাইকযোগে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে খাজনা মিটিয়ে দেবার। শুধু তাই নয়, খাজনা মকুবের সরকারী ঘোষণার কথাও নাকি নির্দিষ্ট দপ্তর মানতে চাইছে না। সুদীর্ঘ ২৪/২৫ বছরের সুদসহ খাজনা মেটাতে গিয়ে অনেক চাষীর জমি জমাই থাকবে কিনা এই নিয়ে তারা দুশ্চিন্তাই দিন কাটাচ্ছেন, অসহায়ভাবে তহসিলদারের বাড়ীতে ধর্ণা দিচ্ছেন। সাগরদীঘির বিধায়ক পরেশনাথ দাস এ ব্যাপারে গত ২৬ মার্চ বিধানসভায় প্রশ্ন তোলেন—সাগরদীঘি ব্লকের ৩টি অঞ্চলের সামান্য অংশের জমি ময়ূরাক্ষী নদী থেকে সেচ পেয়ে থাকে। কিন্তু সরকার থেকে সাগরদীঘির ১১টি অঞ্চলকেই সেচসেবিত ঘোষণা করা হয়েছে। এবং ১৯৭৫—৭৬ সালের সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী ঐ কর আদায় হচ্ছে। সেচ এলাকা ছাড়া বাকী জমিতে সেচ কর আদায় বন্ধ করার আবেদন জানান পরেশবাবু।

ডাক্তারের আত্মহত্যা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নাকি করেননি। সি এম ও এইচের নির্দেশে কনক দাসের পোষ্টমর্টেম বহরমপুরে করা হয়। ডাঃ দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পরদিন ডাক্তাররা এখানে চেম্বার বন্ধ রাখেন।

আফিডেবিট

আমি আকতার সেখ, পিতা মাহাতাব সেখ, সাং কাঁকুড়িয়া বাণীপুর, পোঃ ঘোড়শালা, জেলা মুর্শিদাবাদ। ভুলবশতঃ কোথাও কোথাও আমার নাম আতাউল হক ও আতাবুল সেখ হয়েছে। আকতার সেখ, আতাউল হক এবং আতাবুল সেখ একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ২২শে এপ্রিল '০৩ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

আফিডেবিট

আমি সওকত সেখ, পিতা সিদ্দিক আলি, গ্রাম কাঁটাখালি, পোঃ খামড়া, থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। বিভিন্ন জায়গায় আমি সওকত সেখ, মামলত আলি এবং সওকত আলি নামে পরিচিত। সওকত সেখ, মামলত আলি এবং সওকত আলি একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ২২ এপ্রিল '০৩ জঙ্গিপুর নোটারী আদালতে আফিডেবিট করলাম।

হাসপাতাল থেকে কয়েদী উধাও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধর্ষণের আসামী শুকুর সেখ সন্ধ্যের দিকে হাসপাতালের বাথরুমের কাঁচ ভাঙা জানলা দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর বাথরুমের জানালা ও ক্রিমিনাল ওয়ার্ডের বারান্দা গ্রীল দিয়ে ঘেরা হয়েছে বলে খবর।

National Thermal Power Corporation Limited

(A Govt. of India Enterprise)

Farakka Super Thermal Power Station

Corrigendum to Nit (Extension of Last Date of Issue of Tender Document & Submission of Complete Bid)

NIT No. : T-01/8673 Dated :

NTPC invited sealed tenders from eligible bidders for following works :

Sl. No.	Package No.	Scope of work	Last date of issue of tender documents extended upto	Last date & time of receipt of complete bid and opening of technical bid extended upto	Estimated Cost may be read as / Earnest Money May be read as
01	01/8673	Raising of Nishindra Ash Dyke Lagoon-II, 1st raising of Stage II at NTPC-Farakka.	25.04 2003 at 11.30 a.m.	25.04.2003 at 2.30 p.m.	Rs. 154.00 lacs / Rs. 3.10 lacs

Qualifying requirement, provision on Purchase preference, if any, and other conditions are elaborated in detailed NIT.

For detailed NIT, please visit at www. ntpctender. com or www. ntpc. co. in or www. ntpcindia. com or may contact Sr. Manager (CS) on Fax No. ≠ 03512-26085/Ph. No. 03512-26221.

The detailed NIT may also be available at www. tendernotices. net or www. tendercircle. com or www. all-tender. com or www. leema. org or www. tenderhome. com.

(Bidders are advised to regularly visit NTPC's WEB sites for Tender Notices).

ADDRESS FOR COMMUNICATION :

Sr. Manager (Contracts)

National Thermal Power Corporation Ltd.

Farakka Super Thermal Power Station.

P.O. Nabarun, PIN. 742236, Dist. Murshidabad, West Bengal (INDIA)

অনাস্থার আগেই পুরপতির পদত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আজ ২৩ এপ্রিল বেলা ১১টা নাগাদ ধুলিয়ান পুর বোর্ডে অনাস্থা সভা শুরুর আগেই পুরপতি সওদাগর আলি পদত্যাগ পত্র জমা দেন। অনাস্থা ভোটে সফর আলির দল ১২ ভোট পেয়ে জয়ী হয়। সি পি এমের কোন কাউন্সিলার সভায় ছিলেন না।

পারলো না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বসবাসের অনুমতি পান। এই রকম ভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর প্রশাসনিক মদতে সি পি এম এলাকায় প্রভাব ফেলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় মজিবুর সেখ সি পি এমে চলে আসেন। সময়ের হিসেব কষে এতদিন যারা কংগ্রেসের তেরঙ্গা পতাকার নীচে থেকে গ্রামে এক তরফা বিচার চালাচ্ছিলেন তারাই এখন লাল ঝান্ডা ধরে সি পি এমের ছত্রছায়ায় কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন পরিবারগুলোর উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন। তারই ফলশ্রুতি এবার কংগ্রেসীদের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াতে না দেয়া। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকে বিজেপি ২০টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ২টি পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বলে জানা যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।